দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ফল ঘোষণার আগেই তথ্য ফাঁস

ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে আবারো বিতর্কের ঝড়

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের আগেই ফলের তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কের ঝড় শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। একজন ছাত্রকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম করানোর চেষ্টাকে ঘিরেই উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ফলপ্রার্থী শিক্ষার্থীরা শনিবার বিভাগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ফল প্রকাশের আল্টিমেটাম দিয়েছে। এই পটভূমিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সভা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। এ কমিটি আগামীকাল আবার বৈঠকে বসবে। অনুসন্ধানে জানা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৫ সালের মাস্টার্সের পরীক্ষা শুরু হয় গত বছরের অক্টোবর মাসে। এরপর প্রায় ৯ মাস অতিবাহিত হলেও ফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ফলাফল প্রকাশের আগেই সম্প্রতি বিভাগের এক ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে (১১শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রথম না হওয়ার তথ্য জেনে যান। পরীক্ষা কমিটির স্বচ্ছতার প্রশ্ন তুলে এই ছাত্র আরো ১১৫ জনের ভুয়া স্বাক্ষর দিয়ে ডিসির কাছে খাতা পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করেন। পরে ডিসি সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে খাতা পুনর্মূল্যায়নের বিষয়ে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির মতামত জানতে চান। ঘটনাটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জানাজানি হওয়ার পরই শুরু হয় বিতর্ক। বিশেষ করে ১১৫ জন শিক্ষার্থীর ভুয়া স্বাক্ষরে ডিসির বরাবরে আবেদন করায় অনেকেই বিক্ষুব্ধ হন। ফলপ্রার্থী প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী গতকাল সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন, পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান, বিভাগের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা কমিটির সদস্য এবং বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা একজন শিক্ষার্থীর দাবির মুখে খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন বাতিল করে এক সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের আল্টিমেটাম দেয়। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা কঠোর আন্দোলনে যাওয়ারও হুমকি দেয়। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা জানান, বিভাগের কিছু শিক্ষক বিশেষ করে পরীক্ষা কমিটির সদস্যরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে নজর না দিয়ে ফলাফল প্রভাবিত করার মতো অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। প্রমাণ হিসাবে তারা জনৈক ছাত্রের পরীক্ষার প্রথম না হওয়ার তথ্য প্রকাশ পাওয়া এবং এই ঘটনায় ফল পুনর্মূল্যায়নের আবেদনের কথা উল্লেখ করেন। ফল পুনর্মূল্যায়ন ও দ্রুত ফলাফল প্রকাশ এ দুটি বিষয় নিয়ে গতকাল দুপুরে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভা আহবান করা হয়। সভায় বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক দ্রুত ফল প্রকাশের পক্ষে মত দেন। তারা খাতা পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি অযৌক্তিক হিসাবে অভিহিত করেন। একাডেমিক কমিটি খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদনটি সঠিক কিনা তা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে। আবেদনে কোন ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নিলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. হারুন অর-রশীদ ইত্তেফাককে বলেন, সব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সচেতন রয়েছি। দ্রুত ফলাফল প্রকাশের চেষ্টা চলছে।